অস্ট্রেলিয়ায় খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির দাবীতে ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস ঘেরাও

ক্যানবেরা থেকে কায়সার আহমেদ: বিএনপি অস্ট্রেলিয়া ও তার অঙ্গ সংগঠনসমুহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, জিয়া পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল , তারেক রহমান ফ্রিডম এলায়েন্স ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন উদ্দোগে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্ট অবস্থান ও বাংলাদেশ দুতাবাস ঘেরাও কর্মসূচীতে আগত শত শত বাংলাদেশীদের মুহুর্মুহু খালেদা জিয়ার মুক্তির সহ দেশে গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবীর শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা শহর । সোমবার ১১ই আগস্ট ২০০৮ সকাল দশটায় ফেডারেল পার্লামেন্ট অবস্থান এবং অতঃপর দুপুর বারোটায় অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশের গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার, অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন, জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি নেতা তারেক রহমান সহ সকল বন্দী নেতাদের মুক্তির দাবীতে এই কর্মসূচী পালন করা হয় । বেলা দশটায় পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় প্রায় দেড় ঘন্টা কর্মসূচী অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্ট অবস্থান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবী নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তী কর্মসূচী বাংলাদেশ দুতাবাস ঘেরাও নিঃস্কন্টক হয়নি ।

দুতাবাস ভবনের সম্মুখে অনুষ্ঠিত পথ সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন এবং উপস্থাপনা করেন ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়া সভাপতি মোসলেহউদ্দিন আরিফ । দেলোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বর্তমান স্বৈরাচারী অসাংবিধানিক সরকারকে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে অবৈধভাবে আটকাবস্থা থেকে আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে মুক্তি দেবার আল্টিমেটাম দেন এবং তিনি আরো বলেন যে শুনা যাচ্ছে যে ১/১১ চক্রান্তের হোতা লে. জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রদুত হয়ে আসছেন । তিনি দেশের শত্রু এই জেনারেলকে কোনভাবেই রাষ্ট্রদুত হিসেবে অস্ট্রেলিয়া বসবাসরত বাংলাদেশীরা মেনে নেবে না । তিনি বলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক জেনারেল মাসুদকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করা হলো । মালয়েশিয়া থেকে আগত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের এশিয়া প্যাসিফিক এর সমন্বয়কারী প্রকৌশলী বাদলুর রহমান বলেন আজকের সফল ঘেরাও তত্বাবধায়ক সরকারের জন্য একটি লাল সংকেত । তিনি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে দেশে গনতন্ত্র ফিরিয়ে জনতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আহ্বান জানান । তানাহলে বাংলার জনগন জানে তাদের কিভাবে মুক্ত করতে হবে । অস্ট্রেলিয়া মহিলাদল নেত্রী লাভলী আলম বলেন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে অনতিবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে । মহিলাদল নেত্রী রোজী আখতার বর্তমান সরকারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন এই সরকারের কোন পাতানো অবৈধ নির্বাচন মেনে নেয়া হবে না এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সকল স্থানীয় নির্বাচন বাতিল করতে হবে । বিএনপি অস্ট্রেলিয়া.কম এর চিফ এডিটর রুহুল

আহমেদ সওদাগর বলেন অন্যায়ভাবে আমাদের নেতাদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হচ্ছে এর বিচার জনতা করবেই করবে। তারেক রহমান ফ্রিডম এলায়েন্স আহ্বায়ক সাইদা খানম আঙ্গুর বলেন তারেক রহমানকে বিনা বিচারে আটক রেখে নির্যাতন করে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে, তিনি বলেন অনতিবিলম্বে তাকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে পার্লামেন্ট ভবনের কর্মসূচী শেষে বেলা বারোটায় বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশীদের অগ্নিমুখী মিছিল পুরো এলাকাটি শ্লোগান মুখরিত করে বাংলাদেশ দুতাবাস ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। দুতাবাস ভবনের সম্মুখে পৌছলে দেখা যায় যে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ পুরো এলাকাটি কড়া নিরাপত্তার বেস্টনী তৈয়ার করে রেখেছে। মিছিলটি দুতাবাস ভবনের নিকট পৌছার সাথে সাথে ফেডারেল পুলিশের একটি চৌকশ দল মিছিলটিকে ঘেরাও করে নিরাপত্তা বেস্টনীর বাহিরে লাল ফিতা ঘেরা একটি নির্দিস্ট এলাকায় অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলেও মিছিলটি পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে অগ্রসর হতে থাকলে নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশের সাথে বাদানুবাদ এবং এক বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে ধ্বস্তাধস্তি হয়। এই অবস্থায় পুলিশ মারমুখি অবস্থান নিলে নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সরকারের প্রধান উপদেস্টা বরাবারে দাবীনামা সম্বলিত স্মারকলিপি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি মাহবুব সালেহ গ্রহনে রাজী হলে মিছিলটি নির্দিস্ট পৌছে একটি পথ সভার আয়োজন করে। পথ সভা চলাকালে জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি কুদরতউল্লাহ লিটন ও যুবদল অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক হাফিজুল ইসলাম তারেক উপস্থিত সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদুত এর নিকট স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদুত প্রতিনিধিদ্বয়ের বক্তব্য ধৈর্য্য সহকারে শুনেন এবং স্মারকলিপিগুলো যথাসময়ে কতৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা মঞ্জুর মোরশেদ সারোয়ার বাবু, জাসাস সভাপতি বেলাল হোসেন ঢালি, সাধারন সম্পাদক আবুল বাসার মিলন, ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়া সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, সাধারন সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সুমন, যুগ্ম সম্পাদক সালাউদ্দিন মানিক ও জিয়া পরিষদের সভাপতি কুদরতউল্লাহ লিটন। এছাড়াও আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেও মধ্যে মোবারক হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মাজনুন হাবিব রনি, জহিরুল ইসলাম, জ্যামস গোমেজ এবং জাহাঙ্গির হোসেন অন্যতম। অস্ট্রেলিয়াস্থ বিএনপির যে সকল সংগঠন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া শাখার সকল অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, জিয়া পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল , তারেক রহমান ফ্রিডম এলায়েন্স ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অন্যতম।